তারিখ : 09 APR 2017
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৩

সংবাদ

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

৪ বছরে ৬৫ শিক্ষক নিয়োগ হলেও সংরক্ষণ করা হয়নি মুক্তিযোদ্ধা কোটা

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. নুর উন নবীর প্রায় ৪ বছরের মেয়াদকালে ৪ দফায় ৬৫ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হলেও কোনবারই মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০% কোটা সংরক্ষণ করা হয়নি। এতে করে একদিকে যেমন সরকারের আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের ছেলে-মেয়েরা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু এবার আবারও মুক্তিযোদ্ধা কোটা অনুসরণ না করে ২৫ জন শিক্ষককে তড়িঘড়ি করে নিয়োগ দেয়ার প্রক্রিয়া হাইকোর্ট ৩ মাসের জন্য স্থগিত করেছে। একই সঙ্গে শিক্ষক নিয়োগে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ব্যত্যয় ঘটানো রোকেয়া : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

রোকেয়া : বিশ্ববিদ্যালয়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করা হয়েছে। আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষা সচিব, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দিয়েছেন।

এদিকে এর আগে মুক্তিযোদ্ধা কোটা অনুসরণ না করে ৬৫ জন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করার জন্য হাইকোর্টে আরও একটি রিট আবেদন করার প্রক্রিয়া চলছে। একজন মুক্তিযোদ্ধা এই রিট আবেদন দায়ের করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান উপ্যাচার্য অধ্যাপক নুর উন নবীর চাকরির মেয়াদ আছে আর মাত্র ২৭ দিন। আগামী ৫ মে তার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। তাকে যদি নতুন করে মেয়াদ বৃদ্ধি করা না হয় সেই আশঙ্কায় শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ১১৮টি পদে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়। সেই আবেদনকারীদের বেশির ভাগ প্রার্থীকে ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু না করে তড়িঘড়ি নিয়োগ দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। কিন্তু হাইকোর্টের আদেশের পর এখন সব নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। তবে আবারও নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করার জন্য একটি মহল আদালবণ খেয়ে উঠেপড়ে লেগেছে। হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল দায়ের করার পাঁয়তারা চলছে বলে জানা গেছে। এ জন্য বৃহস্পতিবার উপাচার্য তার জন্য বরাদ্দ করা গাড়িতে করে ঢাকায় গেছেন। অন্যদিকে ওই দিনই নাইট কোচে রেজিস্ট্রার ইবরাহিম কবীরসহ ৪ কর্মকর্তাও ঢাকায় গেছেন বলে রেজিস্ট্রার দফতরের একটি সূত্রে জানা গেছে। তারা এখনও ঢাকায় অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক জানান, বর্তমান উপাচার্য চান না মুক্তিযোদ্ধা কোটায় কেউ নিয়োগ পাক। সে কারণে গত ৪ বছরে নিয়োগ কার্যক্রমে মুক্তিযোদ্ধা কোটা অনুসরণ করেননি। এর আগে ৪ দফায় ৬৫ জন শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রথম দফায় ৪ জন, দ্বিতীয় দফায় ১৪ জন, তৃতীয় দফায় ৩৩ জন এবং চতুর্থ দফায় ১৪ জনসহ মোট ৬৫ জন শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়ার সময় মুক্তিযোদ্ধা কোটা হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের প্রাপ্য শতকরা ৩০% কোটা সংরক্ষণ না করেই নিয়োগ দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় সার্টিফিকেট ছাড়াই ব্যাংকিং বিভাগে ইমরান নামে এক ব্যক্তিকে শিক্ষক পদে নিয়োগ দেয়া হয়। বিষয়টি জানাজানি হওয়ায় এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ায় সেই নিয়োগ বাতিল করা হয়। এ ঘটনায় তৎকালীন রেজিস্ট্রার মোরশেদ আলম রনি বাদী হয়ে একটি মামলা করেছিলেন কিন্তু কর্তৃপক্ষের তদবিরের অভাবে সেই মামলাটি হিমাগারে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এদিকে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক গোলাম রব্বানীর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে নিয়োগসহ বিভিন্ন বিষয়ে দেয়া স্ট্যাটাস নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। তার স্ট্যাটাসগুলোকে অনেকেই স্বাগত জানিয়েছে।